কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd July, 2020

July, 2020 Volume-VI, Issue-V | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

কেরোসিন মহার্ঘ

নয়াদিল্লি-একদিকে নিঃখরচায় খাদ্যশস্য দেওয়া আর অন্যদিকে কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি করল কেন্দ্র। লিটার পিছু এক লাফে ১০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বরফ গলছে

নয়াদিল্লি-ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে সেনা সরাতে রাজি হয়েছে চিন। দীর্ঘ আলোচনার শেষে বরফ গলছে খুব ধীর লয়ে।

চলবে না

নয়াদিল্লি-আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত কোনও মেল, এক্সপ্রেস, লোকাল ট্রেন চলবে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলমন্ত্রক।

'ফেয়ার' বাদ

নয়াদিল্লি-'ব্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনে সামিল হিন্দুস্থান ইউনিলিভার। জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি'-র নাম থেকে ফেয়ার শব্দটা তুলে দিচ্ছে তারা।

নিষিদ্ধ চিনা অ্যাপ

নয়াদিল্লি-এবার চিনের বিরুদ্ধে 'ডিজিটাল স্ট্রাইক'। ২৯ জুন ৫৯ টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করল কেন্দ্র। দেশের সুরক্ষা, সংহতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত।

গিলানির পদত্যাগ

শ্রীনগর-কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত কনফারেন্স থেকে পদত্যাগ করলেন কট্টরপন্থী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। সূত্রের খবর, এন আই এ-র তদন্তের ফলে কোন ঠাসা হয়ে পড়েন গিলানি।

একটাই কার্ড

নয়াদিল্লি-দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড ; এতে রাজ্যের আপত্তি। রাজ্যের কথা, কেন্দ্র সকলকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করুক।

আনলক-২

নিজস্ব প্রতিনিধি-আনলক-২ শুরু হয়েছে ১ জুলাই থেকে। এই পর্যায়ে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কনটেনমেন্ট জোনে লকডাউন পুরোপুরি থাকবে। স্কুল-কলেজ যথারীতি ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

দৌড়ে ভারত এগিয়ে

নয়াদিল্লি-কোভিড ১৯-এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা নিয়ে বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতা চলছে। এই রোগের প্রতিরোধী টিকা তৈরিতে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে গেল ভারত। প্রস্তাবিত প্রতিষেধকের সুরক্ষা সংক্রান্ত ট্রায়াল আগেই অতিক্রম করা হয়েছিল। এবার দেশে তৈরি সম্ভাব্য কোভিড টিকা কোভ্যাক্সিন-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সম্মতি দিল ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। এই ট্রায়াল হবে কোভিড সংক্রামিতদের মধ্যে। আই সি এম আর এবং পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজির সহযোগিতায় এই টিকা তৈরি করছে হায়দরাবাদের বায়োটেক নোলজি সংস্থা ভারত বায়োটেক। নির্দিষ্ট জায়গায় এই মাস থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ট্রায়াল। বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশজুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করার নির্দেশও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে চারটে বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। টিকা হবে সর্বজনীন। দাম হতে হবে সাধ্যের মধ্যে। স্বাস্থ্যকর্মীদের আগে টিকাকরণ করতে

হবে। কোভিড যোদ্ধা ও বিপন্ন মানুষদের আগে দেখতে হবে। কোভ্যাকসিন তৈরির কাজে অগ্রগতি ঘটছে বলে জানান বায়োটেকের চেয়ারম্যান। কবে এই টিকা বাজারে আসবে, তা নিয়ে কিছু জানাননি চেয়ারম্যান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনার টিকা তৈরির ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ব্রিটিশ সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকা। জনসন অ্যান্ড জনসনও রয়েছে এই তালিকায়। ইতিমধ্যে আরেক মার্কিন সংস্থা জিলিড সায়েন্সেস জানিয়েছে, তীব্র করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে তাদের জীবাণু নাশক টিকা রেমডেসিভার-এর ট্রায়ালও সফল হয়েছে।

উল্লেখ্য, চিন সেনার গবেষণা সংক্রান্ত বিভাগ ও 'ক্যানসিনো বায়োলজিকস'-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'অ্যাড ৫-এনকোভ' শীর্ষক প্রতিষেধকটি সম্প্রতি সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়েছে। তবে এখনও বৃহত্তর জনতার মধ্যে এটি ব্যবহারে অনুমতি নেই বলে জানিয়েছে ক্যানসিনো-ই।

৫,৮৫,৪৯৩ দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা	
মৃত ১৭,৪০০	সুস্থ ৩,৪৭,৯৭৮
পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ১৯,১৭০	
পশ্চিমবঙ্গে মৃত ৬৮৩	অ্যাক্টিভ রোগী ৫৯৫৯

(১ জুলাই, ২০২০ রাত ১২টা পর্যন্ত এই হিসেব। সূত্র : স্বাস্থ্য মন্ত্রক)

দুর্ঘটনায় বিরল তিমির মৃত্যু

১৫ টন ওজন, দীর্ঘ ৪০ ফুট একটি তিমি ভেসে এসেছে মন্দারমনির সমুদ্র সৈকতে। তিমিটির মৃত্যু হয়েছে। তিমিটির মৃত্যু হয়েছে কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। এই মৃত তিমিটিকে দেখতে সমুদ্র সৈকতে হাজির হয়েছিলেন প্রচুর গ্রামবাসী। তিমিটিকে সমুদ্র সৈকতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

শ্বাসকষ্ট কেন হচ্ছে করোনা রোগীর ?

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনা সংক্রমণের সবচেয়ে মারাত্মক হল বা ব্লাড ক্লট (Blood Clot)। ভাইরাস সংক্রমণের সঙ্গে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে কিনা সে নিয়ে সংক্রমিত রোগীর শরীরে নানা অঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা গেছে। বিশেষত ফুসফুসে এমনভাবে ব্লাড ক্লট হচ্ছে যে রোগীর শ্বাসের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে।

ফুসফুস শুধু নয়, রক্ত জমাট বাঁধছে মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, কিডনিতে। শরীরের যেসব অঙ্গে সংক্রমণ বেশি ছড়াচ্ছে, সেখানেই রক্তজমাট বাঁধতে দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধছে কেন? তার অনেকরকম কারণ হতে পারে।

আক্রান্ত হচ্ছে এপিথেলিয়াল কোষ, অক্সিজেন সরবরাহ কমছে ফুসফুসে

করোনাভাইরাসের সংক্রামক আরএনএ ভাইরাল (স্ট্রেন মূলত নাক, মুখ বা গলার মাধ্যমেই শরীরের প্রবেশ করে। নাক বা গলার গবলেট কোষকে টার্গেট করে করোনা। কারণ, এই কোষের মধ্যেই তাদের 'বন্ধু' রিসেপ্টর প্রোটিন ACE-2 থাকে। এই প্রোটিনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে শ্বাসনালীর মাধ্যমে সোজা ফুসফুসে চলে আসে ভাইরাস। এটাই তার বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। আবার এখানেই সে নিশ্চিন্তে তার প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। ধীরে ধীরে গোটা ফুসফুসকেই সংক্রমিত করে ফেলতে পারে এই ভাইরাস।

ভাইরাসের প্রথম কাজ হল কোষের ভেতরে ঢুকে পড়া। ফুসফুসের কোষেও থাকে ভাইরাসের সেই বন্ধু প্রোটিন তথা ACE2 (অ্যাঞ্জিওটেনসিন-কনভার্টিং এনজাইম ২) এর সাহায্যে ফুসফুসের কোষে ঢুকে বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে ভাইরাস। সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম দেখা দেয়। শ্বাসের সমস্যা, শুকনো কাশি এমনকি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় রোগী। অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেল রক্তের স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। রক্তজমাট বাঁধতে শুরু করে, পালমোনারি থ্রম্বোসিসে (Pulmonary Thrombosis) আক্রান্ত হয় রোগী।

ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে তীব্র প্রদাহ তৈরি হয়

ফুসফুসে কব্জা করে মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর জোর ধাক্কা দেয় ভাইরাস। ফুসফুসে প্রদাহ তৈরি করে অর্থাৎ জ্বালাপোড়া শুরু হয়

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে রাজ্য

নতুন ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনায় মৃত্যুর হার কমাতে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে 'কুইক রেসপন্স টিম' গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্বেগজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি-আর্সেনিক টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে ধরা পড়েছে বিপজ্জনক চিত্র। উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটায় ৭৮ শতাংশ টিউব ওয়েলের জলে আর্সেনিক মিলেছে।

সোলার ট্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি-উপনগরীর পার্কে-রাস্তায় এবার সোলার ট্রি বসাতে চলেছে নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ। এগুলি দিনে ছায়া দেবে এবং রাতে আলো দেবে। সাশ্রয় হবে বিদ্যুতেরও। প্রতিটির দাম ৩৭ হাজার টাকা।

আম পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে প্রায় ২৫০ প্রজাতির আমকে রক্ষা করতে মুর্শিদাবাদে তৈরি হচ্ছে আমের পার্ক। এখানে চাষীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

শহরে ১৪%

নিজস্ব প্রতিনিধি- কেন্দ্রীয় সংস্থা আই সি এম আর এর সেরো সার্ভের তথ্য বলছে কোলকাতায় সাড়ে ১৪% মানুষ অজান্তে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং সেরেও উঠেছেন ইতিমধ্যে।

রাজ্যে করোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- করোনা নিয়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সচেতনতা তৈরি করতে পাঠ্যক্রম তৈরি করবে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

রেশন বিনামূল্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি- আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দেবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার দেবে আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

প্রয়াত সাহিত্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'মেমসাহেব' সহ শতাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক নিমাই ভট্টাচার্য (৮৯) মারা গেলেন ২৫ জুন দুপুরে।

এখানে - ওখানে

দুঃস্থদের অন্ন-বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি-'গার্ল এমপাওয়ারমেন্ট'-এর উদ্যোগ ২৮ জুন গরীব, দুঃস্থ ফুটপাথবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হল খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয়, ত্রিপল এবং মশা নিধনের ধূপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের গার্ল এমপাওয়ারমেন্ট সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করছে। এবছর বিষয়টি একটু ব্যতিক্রম। কারণ দেশ সহ সারা রাজ্যে করোনাভাইরাসের দাপটে লকডাউন চলছে। এর সঙ্গে জুড়েছে আমপানের তাণ্ডব। ফলে গরীব, দুঃস্থ এবং ফুটপাতবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে নেমে এসেছে একরাশ হতাশা।

এই দুর্দিনে এইসব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে গার্ল এমপাওয়ারমেন্টের এই কাজকে 'মহৎ' আখ্যা দিলেন সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনও সারা বছর ধরে মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া ও এইডস রোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিরামহীন ভাবে কাজ করে চলেছে। তারই মধ্যে এবছর কোভিড ১৯-এর সংক্রমন ঠেকাতে গোটা শহরে এবং বিভিন্ন থানাগুলোতে ব্যাপকভাবে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। সঙ্গে চলেছে প্রচার। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তিনি সমস্ত ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রিয়াংকা দত্ত সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সংগঠনের সদস্যাদের সঙ্গে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯ জুন আমহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলে আমপান বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করা হয়। প্রত্যেকটি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হল খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ভারত চিন সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালন করেন উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে মাস্কও বিতরণ করা হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা কংগ্রেসের নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রাণ শুরুর অপেক্ষা নিজস্ব চিত্র

বিধানরায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিবস পালন

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, নমিতা পাল সহ অন্যান্যরা নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-১ জুলাই প্রতিবছরের মতো এবারও আর জি কর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বার্থডে সেলিব্রেশন কমিটির উদ্যোগে পালিত হল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিবস। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার, ডেপুটি সুপার স্থানীয় বিধায়ক মালা রায়, তরুণ সাহা। সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান নমিতা পাল সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের সহযোগি আয়োজক ছিল স্টেট হেলথ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। এরপর হাস পাতালের দুটি বিভাগে রোগিদের মধ্যে মাস্ক মিষ্টি দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা-২

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

কারু-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৫৬৪১১৩
জনকল্যান-২৮৬৭৫০১২
হেল্‌থ কেয়ার- ২৪১৬৪৬৭৫

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোলফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৬৫৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
ওখার্ড-২৪৭৫৪৩২০
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :

Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

গরমে ফুটছে উত্তরমেরু

উত্তর মেরুতে বরফ গলছে দ্রুতলয়ে

মস্কো-উত্তর মেরু বলয়ের ভেরখোয়ানস্ক শহরে এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২৪ জুন তাপমাত্রার সব রেকর্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সেদিন ওই শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরমের দিনে কলকাতা ও দিল্লিতে সাধারণত এই তাপমাত্রা থাকে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, কোথাও ভুল হচ্ছে। পরে দেখা যায়, সব ঠিক রয়েছে। তাপমাত্রার রেকর্ড দেখে চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের। বিজ্ঞানীদের ধারণা উত্তরমেরুতে দ্রুত বরফ গলে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বরফ গলছে ইটালির প্রেসেনা হিমবাহের।

এবার ব্রিটেন খুলছে

করোনার নিয়ম মেনে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে অধিবেশন চলছে

লন্ডন-৪ জুলাই থেকে ইংল্যান্ডের বেশির ভাগ শহরেই শিথিল করা হচ্ছে লকডাউন। ছবিটা আলাদা শুধু লেস্টার শহরে। নতুন করে শুচ্ছ সংক্রমণের কারণে এখনই লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে বিপুল ভারতীয়দের বাস করা শহরে। গোটা দেশ এখন ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। প্রশাসনের দাবি, গত দশ দিনের করোনা পরীক্ষায় সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধমুখী। শহরে শিশুদের মধ্যে সংক্রমন বেশি হচ্ছে। সব স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

আইন পাশ চিনের

বেজিং-হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে বিতর্কিত নিরাপত্তা আইন পাশ করে বহু দেশের ক্ষোভের মুখে পড়ল চিন। এই আইনে কড়া ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শহিদ ওসামা

ইসলামাবাদ-পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ওসামা বিন লাদেনকে শহিদ বলে উল্লেখ করেন ইমরান। তিনি আরও বলেন, সেই যুদ্ধে ৭০ হাজার পাকিস্তানির মৃত্যু হয়েছে।

হজ নিয়ে কড়াকড়ি

ওয়াশিংটন-চলতি বছরে 'হজযাত্রার' জন্য সৌদি আরব মাত্র হাজার খানেক পুন্যার্থীকে অনুমতি দেবে। করোনা সংক্রমন রুখতেই এই ব্যবস্থা। দেশের সীমান্তও সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ

লন্ডন-ইউনিলিভার ও কোকা কোলার মতো সমস্ত সোস্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থগিত করল কফি চেন স্টার স্টারবাকস। সূত্রের খবর, ফেসবুকে বিজ্ঞাপন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেপসি। সমাজমাধ্যমে বিদ্বেষমূলক পোস্ট আটকানোর দাবির জেরে ক্রমশ এই পদক্ষেপ বাড়ছে।

সাগরপারের টুকিটাকি

ভিসা নিয়ে কড়া ব্যবস্থা

ওয়াশিংটন-এইচ ১ বি, এল ১-এর মতো ভিসার ওপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ট্রাম্প প্রশাসন। ২০২০ সালে নতুন করে আর কোনও বিদেশি চাকরি প্রার্থীকে ভিসা দেবে না ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউস থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'ভিসা ব্যবস্থায় সংস্কার এনে মেধা ভিত্তিক ভিসার পথে হাঁটতে চলেছে আমেরিকা।' ট্রাম্প প্রশাসনের বক্তব্য, বিদেশিরা যাতে আমেরিকার নাগরিকদের কর্মসংস্থানে ভাগ বসাতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতেই ভিসা ব্যবস্থার এই সংস্কার করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত ভারতের কাছে যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। যদিও ভারত সরকার এখনই এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ।

করাচিতে সন্ত্রাস

বিস্ফোরণের পর লন্ডভন্ডসব

করাচি-২৯ জুন সকাল ১০ টায় করাচির স্টক এক্সচেঞ্জ। লোকজনের সমাগম হচ্ছে। হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে চার যুবক পরপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ শুরু করে। তার সঙ্গে এলোপাথাড়ি গুলি। করাচির হাই সিকিউরিটি জেনেভাকে সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই দাবি করছে প্রশাসন। এদিনের সংঘর্ষে চার জঙ্গী ছাড়াও চার নিরাপত্তা রক্ষী, এক পুলিশ কর্মী এবং দুই সাধারণ নাগরিকের প্রাণ গিয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন সাত জন। হামলার দায় নিয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মির শাখা সংগঠন মজিদ বিগ্রেড।

ফের অশান্ত হংকং

হংকংয়ে বিক্ষোভ

হংকং-করোনার দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেই গণতন্ত্রের দাবিতে ফের হংকংয়ে আন্দোলন বড় আকার নিতে চলেছে। চিনের প্রস্তাবিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের প্রতিবাদে ২৮ জুন কাউলুন শহরের জরডান থেকে মংকক পর্যন্ত মৌলী মিছিল করেন অগণিত মানুষ। মিছিল শান্তিপুর্ণ থাকলেও ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে চিনা পুলিশ। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসনে থাকা হংকংয়ের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করতে বেশ কিছুদিন ধরেই সক্রিয় চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। চিনের মূল ভূখণ্ডের নাগরিকরা। যেমন—রাষ্ট্রের কড়া নজরদারিতে থাকেন, হংকংয়ের নাগরিকদের ক্ষেত্রে তেমনই করতে চাইছে চিন। চিনের এই আগ্রাসন মনোভাবকে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয় হংকংবাসী।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
১৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ ভাইরাস কি? করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়।

অয়ন দাস, বেহালা

উঃ ভাইরাস হল এক ধরনের জীবাণু, যা ব্যাকটেরিয়ার থেকেও ছোটো এবং আমাদের শরীরে নানা রোগ সৃষ্টি করে। এদের বংশবৃদ্ধির জন্য অন্য কোন কোষে প্রবেশ করার দরকার হয়। কিছু ভাইরাস ঘটিত রোগ হল—সাধারণ সর্দি (Common Cold), ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza), AIDS, হেপাটাইটিস বি ও সি, চিকেন পক্স, হারপিস প্রভৃতি। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে, ভাইরাল ইনফেকশনে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ওষুধে কাজ হয় না, শুধু উপসর্গজনিত চিকিৎসা করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ (Antiviral Drugs) কাজে লাগে।

করোনাভাইরাস (Coronavirus) —এগুলি হল একরকমের ভাইরাস। যা স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখীদের শরীরে রোগ সৃষ্টি করে। মানুষের শরীরে এরা সাধারণ থেকে শুরু করে গুরুতর রোগের সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণত সর্দিকাশি (Common Cold) হতে পারে, যেসব অন্যান্য ভাইরাস করতে পারে (মূলতঃ Rhinovirus), আবার সাংঘাতিক রোগ, যেমন—SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) এবং COVID 19 (Coronavirus Disease 2019)।

মুরগীর দেহে এই ভাইরাস শ্বাসনালীর রোগ সৃষ্টি করে (Upper Respiratory Tract Infections), আবার গরু ও শূকরের দেহে ডায়রিয়ার (Diarrhoea) সৃষ্টি করে।

এখনও পর্যন্ত এই রোগের কোন ওষুধ (Antiviral Drug) বা প্রতিষেধক (Vaccine) আবিষ্কৃত হয়নি।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এই ভাইরাসকে দেখলে এর চারপাশে লাল রঙের spikes এর এক গোলাকার আস্তরণ দেখা যায়। এই জন্যে একে করোনাভাইরাস বলা হয়।

এই অসুখ প্রধানতঃ এক জনের থেকে আর এক জনের দেহে ছড়ায় (person to person speed) (১) দুজন যদি খুব কাছাকাছি থাকে (৬ ফুট দূরত্বের মধ্যে), (২) যখন সংক্রমিত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচি হয় (Respiratory Droplets-এর মাধ্যমে)। এইসব Respiratory Droplets অন্যদের নাকে মুখে লেগে যেতে পারে এবং শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে ভেতরে চলে যেতে পারে।

যে সব রোগীর রোগের উপসর্গ আছে, তাদের থেকেই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু উপসর্গ দেখা দেবার আগেই সংক্রামিত ব্যক্তির থেকে রোগ ছড়াতে পারে।

আবার কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি কোন জায়গা বা জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করে, যাতে করোনাভাইরাস আছে, আর সেই হাত দিয়ে নিজের চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করে, তাহলে ওই ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে।

এই ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা খুব তাড়াতাড়ি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

উপসর্গ (Symptoms) কোন সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে এইসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট।

সাংঘাতিক উপসর্গগুলি (Emergency Warning Signs) হল—শ্বাসকষ্ট, ক্রমাগত বুকে কথা চাপ ধরে থাকা, আচ্ছন্নভাব, মুখ বা ঠোঁট নীল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি।

এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা দেয় বয়স্কদের মধ্যে এবং যাদের দীর্ঘস্থায়ী অসুখ আছে, যেমন---ডায়াবেটিস, হার্ট ও ফুসফুসের অসুখ আছে, তাদের ক্ষেত্রে।

সতর্কতা বারবার হাত ধুতে হবে, সাবান ও জল দিয়ে, অন্ততঃ ২০ সেকেন্ড ধরে, বিশেষতঃ কোন জায়গায় গেলে, বা কাশি বা হাঁচি হলে। যদি সাবান না পাওয়া যায়, তবে Hand Sanitizer ব্যবহার করতে হবে, যাতে অন্ততঃ 60% অ্যালকোহল আছে।

হাত না ধোওয়া থাকলে চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা উচিত নয়।

অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছাকাছি না যাওয়াই ভালো। যদি কোন অঞ্চলে COVID 19 হতে থাকে, তবে দূরত্ব বজায় রাখ দরকার। যদি কেউ অসুস্থ থাকে, তার বাড়ির বাইরে না বেরোনোই ভালো।

কাশি বা হাঁচির সময় মুখ Tissue Paper দিয়ে চাপা দিতে হবে বা না থাকলে কনুইয়ের ভেতর দিক দিয়ে চাপা দিতে হবে।

ফেসমাস্ক (Face Mask) ঃ যদি কেউ অসুস্থ থাকে, তবে বাইরে কোন জায়গা গেলে তার মাস্ক পরা দরকার। কিন্তু কেউ সুস্থ থাকলে তার মাস্ক পরার দরকার নেই। যদি না সে কোন অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকে। যেসব জায়গা ঘনঘন স্পর্শ করা হয়, যেমন-টেবিল, দরজার হাতল, সুইচ, কি বোর্ড, ফোন প্রভৃতি Disinfectant দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। COVID-19 রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের নাম হল নোভেল করোনাভাইরাস।

সম্পাদকীয়

কঠিন হতে হবে

কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে একটা হ-য-ব-র-ল চলছে। এই রাজ্যের প্রথম কোভিড আক্রান্ত রোগীর খোঁজ পাওয়ার পর প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছিল, এটা ব্যবসার সময় নয়, সাহায্য করার সময়। তিন মাস গত হয়েছে লকডাউনের সময়সীমা, রাজ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জুন মাসের প্রথম দিকে বললেন, কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা করার জন্য বেশি টাকা দাবি করা উচিত নয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, পিপিই সহ সুরক্ষা সরঞ্জামের যাবতীয় খরচ রোগীদের ওপরে চাপানো হচ্ছে অনেক হাসপাতালে। এর ফলে একটা মোটা টাকার বিল মেটাতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। এক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যয় সাধ্যাতীত হয়ে পড়ছে। এ রাজ্যে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড চিকিৎসার খরচের উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। অথচ দিল্লি, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য কিছু রাজ্যের সরকার এক্ষেত্রে উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়েছে। যেমন রাজস্থান সরকার ভেন্টিলেটর সহ আইসিইউ শয্যার খরচ দিনে চার হাজার টাকার বেশি করা যাবে না বলে নিদান দিয়েছে। দিল্লিতে কোভিড ওয়ার্ডের খরচ দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কমিশন অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করবার জন্য হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কতটা নিয়ম মেনে চলবে, তা সময়ই বলে দেবে। এ রাজ্যে কোভিড চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত টাকা দাবি করা নিয়ে ব্যাপক হইচই হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ডেকে কমিশন করে দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়েছে কি?

চিকিৎসার খরচ সাধ্যের বাইরে চলে গেলে শুধু উপভোক্তারই অধিকার লঙ্ঘন হয়, তা নয়। জীবনের অধিকার এবং চিকিৎসার অধিকার সংকুচিত হয়। এ কারণেই সরকারি হস্তক্ষেপ দরকার। আমাদের দেশে মোট হাসপাতাল শয্যার একটা বড় অংশ বেসরকারি। উন্নতমানের যন্ত্রপাতিও বেসরকারি কব্জায় বেশি রয়েছে। ফলে বেসরকারি হাসপাতালের দরজা বন্ধ হলে দেশের মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ কমবে, মৃত্যুর হার বাড়বে। এই মুহূর্তে অবশ্য বেসরকারি হাসপাতালগুলোর স্বাভিমান রক্ষার চেয়ে মানুষের প্রাণরক্ষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার আছে। অতিমারি বা মহামারি রুখতে যতটা তৎপরতা বেসরকারি হাসপাতালগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল, তা দেখতে পাওয়া যায় নি।

দেশের প্রায় সর্বত্রই বেসরকারি হাসপাতালগুলো কোভিড রোগিদের ফিরিয়ে দিয়েছে। সামান্য কিছু সংখ্যায় যারা ভর্তি হতে পেরেছেন, তাদের ট্যাকের কড়ির জোর অনেক বেশি। অনেক হাসপাতাল আবার বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আউটডোর বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর অপরিসীম চাপ এসে পড়েছে। মনে রাখা দরকার, জাতীয় বিপর্যয় আইনের প্রয়োগ করে রাজ্যসরকারগুলো বেসরকারি হাসপাতালের শয্যা অধিগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের সম্পদও ব্যবহার করতে পারে। অনেক রাজ্যে এটা ঘটেওছে। এ রাজ্যে কোভিড রোগির সংখ্যা বাড়ছে, তাই চিকিৎসার পরিসরও বাড়াতে হবে। যত তাড়াতাড়ি একাজ করা যায়, ততই মঙ্গল।

ভক্তির লক্ষণ

স্বামী বিবেকানন্দ

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পঁহুছিবার, অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামীর আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্ম্মাস্তর্ব্বর্ত্তী গোঁড়ার দল, এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের ভিতরই প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময়ে তাহা আবার অন্য সমুদয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও কারণ। সকল ধর্ম্মের ও সকল দেশের দুর্ব্বলাধিকারী, অবিকশিতমস্তিষ্ক পুরুষগণেরই তাহাদের আদর্শ সত্যকে ভালবাসিবার একমাত্র উপায় আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই উপায় এই—অপর সমুদয় আদর্শে ঘৃণাপোষণ করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্ম্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ, অন্য কোনও আদর্শের বিষয় শুনিলে কেন নানাবিধ গোঁড়ামি করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ প্রেম যেন—প্রভুর বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপ নিবারণের কুক্কুরসুলভ সহজ প্রবৃত্তি-স্বরূপ। তবে প্রভেদ এই, কুক্কুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠতর—প্রভু, যে বেশধারী হইয়া, তাহার সম্মুখে আসুন না কেন, কুক্কুর তাঁহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভ্রমে পড়ে না। গোঁড়া আবার সমুদয় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে।

বিলি জিন কিং২ — চ্যাম্পিয়নরা খেলা চালিয়ে যান যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন।

জর্জ অরওয়েল — সম্ভবত, কেউ ততটাও প্রেম চায়নি যতটা চেয়েছে অন্যরা তাকে বুঝুক।

মাসভাষায়

১ জুলাই — কলকাতা হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২।
রাজ্যের প্রথম ও প্রাক্তন এবং প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম (১৮৮২) ও মৃত্যু (১৯৬২)।
ভারতে প্রথম চালু হল পোস্ট কার্ড ১৮৭৯।

২ জুলাই — 'সায়গন'-এর নাম বদল করে হল হো চি মিন সিটি ১৯৭৬।
সিরাজ-উদ্-দৌলাকে হত্যা ১৭৫৭।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭২।
হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যানিমানের প্রয়াণ ১৮৪৩।

৩ জুলাই — মস্কোতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন ১৯২১।

৪ জুলাই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান শুক্র গ্রহে অবতরণ করল ১৯৯৮।
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬।
শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত ১৮৬১।

৫ জুলাই — সি ই আর এন ২ ঘোষণা করল ঈশ্বর কণা আবিষ্কারের কথা ২০১২।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিল পেশ ১৯৪৭।
ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আর জি কর চালু হল ১৯১৬।

৬ জুলাই — ইউ এস এস আর -এর গঠন ১৯২৩।
এ কে ৪৭ রাইফেল প্রথম নির্মাণ শুরু হল রাশিয়াতে ১৯৪৭।
ভারত ও চিনের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নাথুলা পাস পুনরায় খুলে দেওয়া হল ২০০৬।

৭ জুলাই — বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫।
প্রেসিডেন্সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হল ২০১০।

৮ জুলাই — রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন ১৯১৪।
সিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিংয়ের শান্তি ঘোষণা ১৮৫৮।

৯ জুলাই — স্পেনের শাসন মুক্ত হয়ে আর্জেন্টিনার স্বাধীনতার ঘোষণা ১৮১৬।
দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) প্রকাশ ১৯৫১।
সিংহকে ভারতের জাতীয় পশুর তকমা ১৯৬৯।

১০ জুলাই — আমেরিকার প্রথম টেলিভিশন স্যাটেলাইট 'টেলস্টার-১' স্থাপন ১৯৬২।

১১ জুলাই — 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের আপিল খারিজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩২।

১২ জুলাই — কবি পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ছত্রপতি শিবাজি ১৬৭৪।

১৩ জুলাই — ত্রিশক্তির পটসড্যাম সম্মেলন শুরু ১৯৪৫।
মুম্বইয়ে বিস্ফোরণ ২০১১।

১৪ জুলাই — কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর প্রস্তাব গৃহীত ১৯৫১।
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল ইরাকে ১৯৫৮।

১৫ জুলাই — নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং নির্বাসন ১৮১৫।

১৬ জুলাই — বাংলাদেশের বাঘের হাট থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন শুরু ১৯০৫।
হিন্দু বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি ১৮৫৮।

১৭ জুলাই — কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ সম্মেলন শুরু ১৯২৮।
ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে মহিলাদের যোগদানের অধিকার ১৯৪৮।

১৮ জুলাই — নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯২৮।
গজল সম্রাট মেহেদি হাসানের জন্ম ১৯২৭।
মহাকাশের কক্ষপথে প্রথম প্রবেশ করল ভারতের উপগ্রহ রোহিনী ১৯৮০।

১৯ জুলাই — ১৪টি ভারতের ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হল ১৯৬৯।
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩।
কলকাতা ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ ১৯৬৭।

২০ জুলাই — চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করলেন নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স ১৯৬৯।

২১ জুলাই — ভারতের প্রথম থিয়েটার হল স্টার-এর উদ্বোধন ১৮৮৩।

২২ জুলাই — ভারতের জাতীয় প্রতীক স্থির করল গণ পরিষদ ১৯৪৭।
বিশ্বের সর্ববৃহৎ চন্দ্রগ্রহণ ২০০৯।

২৩ জুলাই — বম্বেতে প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন ১৯২৭।
সি পি আইকে বেআইনি ঘোষণা ১৯৩৪।

২৪ জুলাই — নীলদর্পণ নাটক বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার দায়ে রেভারেন্ড জেমস লঙকে জরিমানা ও জেলে পাঠানো হল ১৮৬১।
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ১৯০২।

২৫ জুলাই — ইতালিতে মুসোলিনীর পতন ১৯৪৩।
প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ২০১২।

২৬ জুলাই — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে বিধবা বিবাহ আইনের প্রয়োগ শুরু ১৮৫৬।
জর্জ বার্নাড-শ-এর জন্ম ১৮৫৬।

২৭ জুলাই — সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করল মিশর ১৯৫৬।
জিম করবেটের জন্ম ১৮৭৫।

২৮ জুলাই — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪।

২৯ জুলাই — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স -এর প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬।

৩০ জুলাই — বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস।

৩১ জুলাই — বিপ্লবী উধম সিং-এর ফাঁসি ১৯৪০।
মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম ১৮৮০।

পৃষ্ঠা-৪

তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

একটা ঘটনাতেই ঘৃণা, বিদ্বেষ সব এক জায়গায় দানা বেঁধে গেল। নেতাদের নির্দেশ মেনে কিছু মানুষ আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করলেন চিনা পণ্য। সম্প্রতি লাদাকের ঘটনায় অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে দেশবাসীর মনে। দু'টি দেশ কেউই কারও সীমানায় ঢোকে নি। তাহলে সংঘর্ষটা হল কীভাবে? এসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টাকে বন্ধ করা প্রয়োজন। তার থেকে ভাল নজরটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। চাউমিন আর টিকটক। করোনার যন্ত্রণা, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে অশান্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সকলে ময়দানে ব্যস্ত থাকার রসদ পেয়ে গেছে। মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দেশে চিনা খাবারের দোকান বন্ধ করতে হবে। ফোন থেকে সব চিনা চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। কেউ কেউ আবার চিনাশাসক ভেবে উত্তর কোরিয়ার শাসকের কুশপুতুল দাহ করেছেন। এই স্বতঃপ্রণোদিত ঘৃণা প্রদর্শনের জিগিরে উত্তর-পূর্বের মানুষদের হেনস্থা হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। এরই মধ্যে ফের চিনের ফোন কোম্পানির অনলাইন সেল চালু করার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে এক লাখ ফোন বিক্রি করার খবর রয়েছে। স্বনির্ভর ভারতের এ কি দৃশ্য।

কূটনৈতিক চাল খুব হিসেব কষে দিতে হয়। তাই সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরপথে চিনকে সবক সেখাতে আবেগের টিমে আগুনে হাওয়া থেকে শুরু হয়েছে। এই আবেগের মধ্যেও তো একটু পাটিগণিত থাকা জরুরি। এবার দেখা যাক চিন আর ভারতের মধ্যে কে কার ওপর বাণিজ্যিকভাবে কতটা নির্ভরশীল। ভারতের মোট বৈদেশিক ব্যবসার ১১ শতাংশ চিনের সঙ্গে। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণটা কিন্তু বেশ ভারি। মোট আমদানির প্রায় ১৭ শতাংশ চিন থেকে। সস্তার আলো,

খেলনা, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক দ্রব্য রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ওষুধ, কৃষির জন্য কীটনাশক, টেলিকম ও কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি, ব্যাটারির লিথিয়াম ইত্যাদি। আমাদের দেশে যে ওষুধ তৈরি হয়, তার ৭৫ % কাঁচামাল চিনের, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তা ৮৫%।

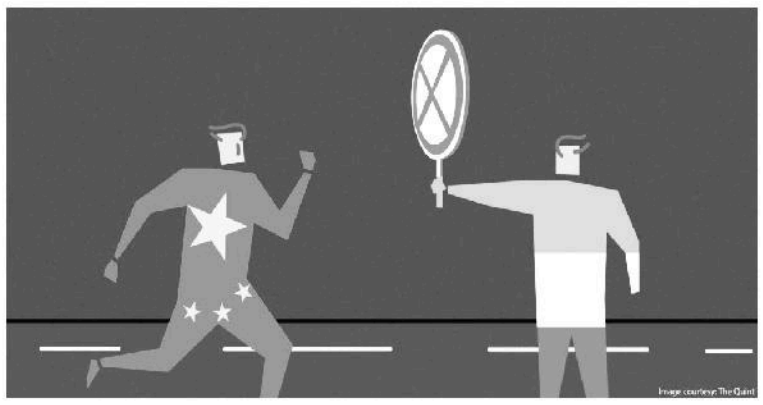

ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের অধিকাংশটাই নির্ভর রয়েছে চিনা থেকে কম দামে কাঁচামাল আনার ওপর। দেশের তৈরি কীটনাশকের ৮০ % কাঁচামাল চিন থেকে আসে। আমরা প্রায়ই শুনতে পাই 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র কথা। যেমন ৩ জি, ৪ জি ইত্যাদি এর ৭৫ % যন্ত্রাংশ চিন থেকে আসে। মোটর শিল্পেরও যন্ত্রাংশ চিন থেকে আনতে হয়। ব্যাটারির লিথিয়াম, সেমি কন্ডাক্টর, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিড সবই আসে চিন থেকে। ভারত শুধু যন্ত্রাংশগুলোকে স্ক্রু-ডাইভার দিয়ে জুড়ে স্টিকার সেঁটে দিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র জয়গাথা শোনায়। এতে কী বাণিজ্যিক নির্ভরতা কমে?

বিদ্বেষমূলক আচরণ শুরু হয়েছে তাদের প্রতি, যারা স্টার্ট-আপ-এর অনুসারী। এদের বেশিরভাগই চলে চিনা অংশীদারিত্বে এবং বিনিয়োগে। পে টি এম, ফ্লিপ কার্ট, ওলা, জোম্যাটো, সুইগি, ওয়ো, বিগ-বাস্কেট ইত্যাদি। সব মিলিয়ে বিনিয়োগ প্রায় চার বিলিয়ন ডলার। কাজে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ১ কোটি মানুষ।

এতো গেল এদিককার হিসেব। এবার দেখা যাক চিনের দিকটা। ভারতের সঙ্গে তাদের ব্যবসা মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র ২% । চিনা দ্রব্যে বিশ্বের বাজার রমরমা। এখানে ভারত দ্বাদশ স্থানে রয়েছে। সেকারণেই দীপাবলিতে চিনের টুনি লাইট না জ্বালালে, পকেট থেকে চিনা মোবাইল ছুড়ে ফেললে অথবা চিলি চিকেন না খেলে কী চিনের সর্বনাশ হয়ে যাবে! এসব ভাবনার কোন দাম নেই। চিনেরও এই ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই।

চিনের কাঁধে এভাবে ভর দিয়ে দেশের শিল্প উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল কাজ নয়। এই অবস্থা থেকে বের হতে হবে। তার জন্য শিল্প এবং শ্রম-নীতিতে সুসংহত পরিকল্পনা, ধৈর্য, উৎপাদনে মৌলিক পরিবর্তন চাই। আবেগ, কল্পনা দিয়ে হবে না। একটা দীর্ঘ সময় ধরে দেশের অর্থনীতিতে চিনা দ্রব্যের ওপর অধিক নির্ভরতা কাজ করছে। কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে, যেমন মোটর সাইকেল, মোপেড, স্কুটি ইত্যাদি বাকি শিল্পক্ষেত্রে এই পথটা বেশ বন্ধুর এবং দীর্ঘমেয়াদি। যদি এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টা যদি আজ থেকে শুরু করা যায়, তবে দশ বছর বাদে কিছুটা আশার আলো দেখা যেতে পারে। এই নির্ভরতা সর্বত্র ছেয়ে রয়েছে। রাতারাতি আবেগকে সঙ্গে করে চিনা পণ্য বয়কট শুরু করলে, দেশের অনেক জিনিসের দামই আকাশছোঁয়া হতে বাধ্য। অনেক ব্যবসায়ীর গণেশ ওল্টাবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। দেশে করোনার গ্রাসে বিপর্যস্ত গরীব ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

বাণিজ্যিক দিক থেকে চিনের সঙ্গে ভারতের পেরে ওঠাটা একেবারেই অসম্ভব। বরং 'স্ট্যাটাস কো" রক্ষা করলেই ভারতবাসীর ভাল হবে। বিষয়টি সম্পূর্ণ কূটনীতির। ডোকলাম থেকে গালওয়ান, দক্ষিণ চিন সাগরে ক্ষমতা বিন্যাস, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চিনের রাস্তা নির্মাণ, নেপালের ঔদ্ধত্য, পাকিস্তানের গোপন শত্রুতা, শ্রীলঙ্কায় সমুদ্র বন্দর নিয়ে অস্বস্তি, মায়ানমারের সঙ্গে চিনের সখ্য-সব মিলিয়ে ভারতের অবস্থানটা বেশ কঠিন জায়গায় দাড়িয়ে রয়েছে। করোনা বিধ্বস্ত আমেরিকায় ট্রাম্প ভোট থেকে ফয়দা তুলতে যে চিন বিরোধীতার আওয়াজ তুলেছেন তাতে ভারত গলা মেলালে চিনের সঙ্গে বৈরিতা বাড়বেই—এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

সারা দিনে পঞ্চাশবারও যদি 'আত্মনির্ভর' কথাটা আউরে যাওয়া যায়, তবেও চিনের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সবকিছু তাল-গোল পাকিয়ে মণ্ড হয়ে যাবে। পণ্ড হবে এই বৃথাশ্রম।

তেলেই আঘাত বারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনার দাপটে মানুষের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, তখন শহর কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ছুটে চলেছে। এই লেখার সময় পর্যন্ত শহরে পেট্রোলের দাম ৮১ ছাড়িয়েছে। ডিজেলও সমান মাত্রায় দৌড়চ্ছে। ডিজেলের দাম পেট্রোলকেও হার মানাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি এই নিয়ে বারো দিনের মধ্যে পেট্রোলের এবং ডিজেলের দাম ৬ টাকার উপরে বাড়ালো। শিল্প থেকে আমজনতার একটাই কথা, লকডাউনের মধ্যে প্রায় ৩ মাস দাম অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে এত চড়া মাশুল দিতে হবে তা কেউ ভাবে নি। যদিও সেটা এই আর্থিক সংকটের মধ্যে এবং বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু বেড়ে যাওয়ার কারণেই হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তেলের উৎপাদন শুল্ক কমানো উচিত কেন্দ্রের। না-হলে, যাতায়াতের খরচই শুধু বাড়বে না, আগামী দিনে নতুন সমস্যা তৈরি হবে পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে নাগাড়ে তোপ দাগছেন বিরোধীরা। তারা চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে একেবারে নাজেহাল করে দিতে। বিরোধী নেতারা অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জ্বালানি তেলের ওপর শুল্ক ও বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। লকডাউনের মধ্যে অশোধিত তেলের দাম যখন ব্যাপকহারে কমেছিল, তখন দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমেনি। উল্টে লিটার পিছু পেট্রোলে ১০ টাকা ও ডিজেলে ১৩ টাকা উৎপাদন শুল্ক ও সেস বাড়িয়ে কোষাগার ভরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গেছে, তখন তেলের চাহিদা কম ছিল, তার ওপরে শুল্ক বাড়ায় ক্ষতি বহন করতে হয়েছে সংস্থাগুলিকে। সেই কারণে মে মাসের শেষে তেল সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে

বৈঠক করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। দেখা গেছে যোগানের খরচ ও বিক্রির মধ্যে প্রায় ৪-৫ টাকা ঘাটতি। সেটা মেটাবার জন্য দু'সপ্তাহ ধরে দিনে লিটারে ৪০-৬০ দাম বাড়ানো দরকার। কিন্তু কেন্দ্র আপত্তি জানায়। শেষপর্যন্ত এখন কিন্তু সেটাই হচ্ছে। তেলের বিক্রি বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ কিছু রাজ্য ভ্যাটের ছাড় তুলে নেওয়ায় মাঝে এপ্রিল মাসে একদিন দর বেড়েছিল তারপর থেকে টানা কয়েকদিন চলেছে দাম বৃদ্ধির দৌড়। বিশেষ সুত্রের খবর, কেন্দ্র মার্চ মাসে ফের শুল্ক বাড়ানোর ফলে তেল সংস্থাগুলিকে যে ক্ষতি বইতে হচ্ছিল সেটাই এখন কড়ায় গণ্ডায় তোলা হচ্ছে। এর আগে ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর পেট্রোলের দাম ছিল ৭৯ টাকা ০৪ পয়সা। এর আগে সেই বছরে সেপ্টেম্বর- অক্টোবরে পেট্রোলের দাম উঠে গিয়েছিল ৮৫ টাকায়। তারপরে নেমে দাড়ায় ৭৯ টাকা ০৪ পয়সায়। ওই বছরেই অক্টোবরের গোড়ায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দর ব্যারেল প্রতি হয়েছিল ৮৫ ডলার। আবার সেটা নেমে নভেম্বরে দাড়ায় ৬০ ডলারে। বর্তমানে অশোধিত তেলের দাম ৪০ ডলারের পাশাপাশি ঘোরাফেরা করছে। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কেন দেড় বছর আগের দামে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে। যখন লকডাউন শিথিল হচ্ছে, ঠিক তখনই জ্বালানির এত চড়া দাম নিয়ে ক্ষুব্ধ আমজনতা। বিরোধীদের চেঁচামেচি সত্ত্বেও মুখে কুলুপ এটেছে কেন্দ্র। চিনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি জ্বালানির দরে প্রভাব ফেলবে কি না, এখন সেটাই চিন্তার বিষয়।

জ্বালানি তেলের বিষয়টা হচ্ছে ভীষণ চিন্তাকর্ষক ব্যাপার। এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষীর ঝাঁপি। যখনই সরকারের ভাড়ারে টান পড়ে অথবা অর্থনীতি ধুকতে থাকে তখনই প্রেরণা হিসেবে কাজ করে জ্বালানি তেল। 'অয়েল পুল'-এ সবসময় একটা বিশাল অঙ্কের টাকা রাখা থাকে।

পরিকাঠামোয় ধাক্কা

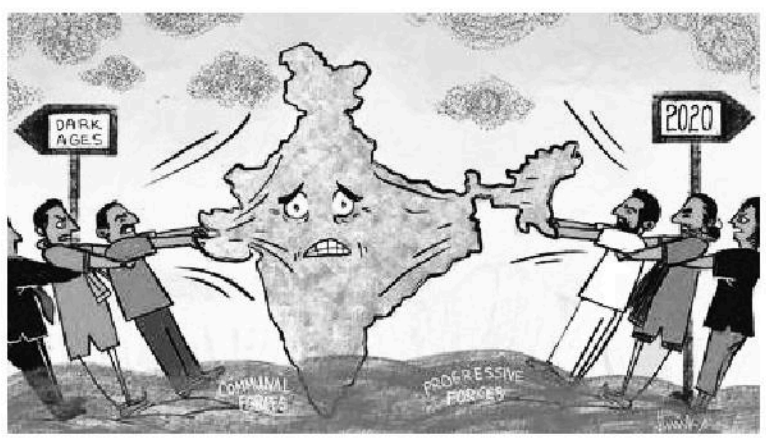

নিজস্ব প্রতিনিধি-দীর্ঘ তিন মাসের লকডাউনে দেশের সর্বত্র আর্থিক কর্মকান্ডে যে ব্যাপক ভাঁটা পড়েছিল, তার মাশুল যে অর্থনীতিকে কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে, এত দিনে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মার্চ মাসের শেষদিকে মাত্র ৭ দিনের প্রাণহীন জীবন, শুনশান কল-কারখানা, ব্যবসা বন্ধ, দোকানপাটে তালা-সমস্ত আর্থিক পরিসংখ্যানকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। এমনিতেই বছর খানেকের ঝিমিয়ে পড়া হিসেব-নিকেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এরপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'। বাণিজ্যিক মন্ত্রকের সূত্র বলছে, আটটি বড় বড় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে। সঙ্কোচনের হার ২৩.৪ শতাংশ। ঋণ বৃদ্ধির হারও নেমেছে ৭ শতাংশে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপ্রিল -মে মাসে রাজকোষ ঘাটতি ৪.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে সারা বছর তা হওয়ার কথা ৭.৯৬ লক্ষ কোটি। মন্ত্রকের একাংশের ধারণা, ঘাটতি হোক বা আয়, বাজেটে স্থিরীকৃত লক্ষ্য মেনে চলাটা অসম্ভব। কারণ কর থেকে আয় অনেকাংশে কমেছে। অর্থনীতি ধুঁকছে অনেকদিন ধরে কিন্তু সরকার তা মানতে রাজি নয়। ফলেই রোগ

লকডাউন পর্ব। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, আশঙ্কাকে সত্যি করে চলতি অর্থবর্ষের শুরুর প্রথম দু'মাসে রাজকোষে ঘাটতি পৌঁছেছে গোটা বছরের লক্ষ্যমাত্রার ৫৮.৬ শতাংশ। এই সময়ে কেন্দ্রের কর আদায় ব্যাপকভাবে কমেছে। করোনা খাতে খরচ হয়েছে হিসেবের বাইরে। সারেনি। এই রোগের ওপর আবার করোনার থাবা। শুধু এপ্রিল-মে মাসে এবার সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৬.৮ শতাংশ, যা গত বছরে ছিল ১৮.৪%

এই পরিস্থিতি প্রত্যাশিত ছিল। এখন লকডাউন শিথিল হওয়ার ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে অনেকের অনুমান।

প্যাকেজ যত বড়, ফাঁক তত বেশি

পারিজাত বোস

আত্মনির্ভর করতে হবে দেশকে। ১২ মে, রাত ৮টা। টেলিভিশনের পর্দায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। গোটা দেশকে জানালেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল আর্থিক প্যাকেজ। জি ডি পি-র ১০ শতাংশ। প্যাকেজে কী থাকছে? প্রধানমন্ত্রী জানালেন, সেটা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করবেন। এরপর পাঁচ দিন ধরে চলল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক। সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। এই সংকটে যদি দেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশ বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য খরচ করা হয়। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। এই খরচ যদি সত্যি করা হয় তবে সংকটের গহ্বর থেকে দেশকে সত্যি তুলে ধরা সম্ভব। সমস্যা হল, এই প্যাকেজটি খুলে দেখার পর আশাহত হতেই হবে।

আর্থিক প্যাকেজের কাজটা কি? উজ্জীবিত অর্থাৎ Stimulas বা প্রনোদনা দেওয়া। দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা যার ফলে কর্মসংস্থানেরও বৃদ্ধি ঘটবে। 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট' বা জিডিপি হল দেশের মোটা অভ্যন্তরীন উৎপাদন। আরও ভেঙ্গে বলতে গেলে বলা যায়, মানুষ তাঁর বেঁচে থাকার জন্য বা ভোগের জন্য মোট যা ব্যয় করছেন, ব্যবসায়ীরা মোট যত টাকা লগ্নি করছেন, সরকার মোট যা খরচ করছে এবং আমদানি বাবদ খরচের চেয়ে রফতানি থেকে পাওয়া টাকার মোট পরিমাণ যতখানি বেশি, তার যোগফল। কোনও আর্থিক প্যাকেজ যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তত একটার ওপর প্রভাব ফেলতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে stimulas রয়েছে মাত্র ২-১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘোষিত প্যাকেজের এক দশমাংশ। আরও একটি বিষয় রয়েছে এর মধ্যে। টাকার অঙ্ক বেশি করে দেখাবার কারণে রাজস্ব (ফিসক্যাল) আর আর্থিক (মনিটারি) বিষয় দুটিকে জুড়ে দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্রের ফলিত সূত্রের ঠিক বিপরীত। চৌকির তলা আর আগরতলা একাকার করে দেওয়া হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সেই ব্যবস্থাগুলো একাধিক উপায়ে কাজ করতে পারে। যেমন সুদের হার কমলে ক্রেতা বা লগ্নিকারীরা ধার নেওয়ার দিকে বুঝতে

পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না। সেকারণেই যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ ধার নিচ্ছেন ততক্ষণ অন্যান্য বিষয়গুলো কার্যকরী হবে না। ফলে প্যাকেজ ঘোষণার আগে জিডিপি যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে। চাকরির অনিশ্চয়তা, বাজারে চাহিদা কতটা হবে লগ্নিকারীরা বুঝতে পারছেন না। এই অবস্থায় সরকার নগদের যোগান যতই বাড়ুক, কাজের কাজ কিছুই হবে না। ফল উল্টো হবে। ভোগ ব্যয় কমিয়ে মানুষ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করবে। লগ্নিকারীরা লগ্নি কমিয়ে লোকসানের বহর কমাবেন।

রাজস্ব কিন্তু সরাসরি কাজ করে। ধরুন সরকার সরাসরি একজন কৃষকের হাতে ১০০ টাকা দিল। এই টাকাটা অন্য কোনও জায়গা থেকে কৃষক পাচ্ছিলেন না। সেই পাওনা টাকা থেকে কৃষক ৫০ টাকা তার ভোগে ব্যয় করলেন। টাকা খরচের ফলে উৎপাদকের আয় বাড়ল। উৎপাদক আবার তাঁর আয়ের কিছুটা ভোগে ব্যয় করলেন। এভাবেই গণিতহারে চলতে থাকবে। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় 'মাল্টিপ্লায়ার'। অর্থাৎ যে ১০০ টাকা সরকার খরচ করল তাকে অর্থনৈতিক কাজকর্ম হল অনেক গুণ বেশি। কিন্তু এই ঘটনাটা নির্ভর করছে সরকারের ওপর। সরকারকে ১০০ টাকা বাড়তি খরচ করতে হবে। বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ এধার-ওধার করলে এসব কিছুই হবে না। আবার একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে একটু সরলীকৃত করা যাক। ধরা যাক ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা সরিয়ে কিষান বিকাশে দেওয়া হল. তাহলে কিন্তু 'মাল্টিপ্লায়ার' হবে না। এখন দেখার, সরকার ঘোষিত এই প্যাকেজে রিপ্যাকেজিং হয়েছে কি না।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এবং অর্থমন্ত্রীর ব্যাখ্যায়িত ২০.৯৪ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজে তিন লক্ষ কোটি টাকা প্রনোদনা (stimulas), বাকিটা ১৭.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক (monitary) প্রণোদনা। এই তিন লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রনোদনার মধ্যে কিছুটা বাজেটেই বরাদ্দ ছিল। সেটা আবার জুড়ে দিয়ে নতুন করে বলা হয়। নতুন রাজস্ব, ব্যয় হল ২.১ লক্ষ কোটি টাকা, যেটা জিডিপি-র দশ শতাংশে তো নয়ই বরং টেনেটুনে এক শতাংশ।

করোনাভাইরাসের ফলে দেশের বহু গরীব মানুষ এখন দিশেহারা, এই বিষয়ে সরকারের ভূমিকা কতটা নেতিবাচক তা একটা উদাহরণ দিলেই খোলসা হবে। লকডাউনের ফলে গরীব মানুষের যে আর্থিক ক্ষতি হল তা পুষিয়ে দেওয়ার বদলে সরকার ঋণের ব্যবস্থা করল। একবার ভাবুন, রাস্তার ধারে গাড়ি লাগিয়ে যিনি ছাঁতুর সরবৎ বিক্রি করেন তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে যাবেন? আবার সময়টার কথা ভাবুন। যখন অদূর ভবিষ্যতে তাঁর আগের ব্যবস্থাটা পুরোপুরি অনিশ্চিত। সরবৎওয়ালা তো দূরে যাক কোন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মালিকের এই অবস্থায় ঋণ নেওয়ার মতো সাহস হবে? আর ব্যাঙ্কগুলো যে ঋণ দেবে, সেই ভরসা কোথায়? ব্যাঙ্কের হিসেবে তাদের অধিকাংশেই ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়, সরকারি ঋণের গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সংকটকে সামনে রেখে পেছনদিক থেকে সরকার যে নতুন নতুন সংস্থার নিয়ে আসছে সেগুলো চরিত্রগত দিক থেকে ব্যাপক গরীব বিরোধী। এই সংস্কারের ফলে সংকট আরও বাড়ার সম্ভাবনা বেশি এবং গরীবের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে রাজস্ব নীতির বদলে আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে গরীব মানুষের বেঁচে থাকার চেয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার চোখে রেটিং ঠিক রাখা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আবার রাজকোষ ঘাটতি আদৌ পছন্দ করে না। দেশের অর্থমন্ত্রী অর্থশাস্ত্রের ছাত্রী। ফিসকাল পলিসি আর মনিটারি পলিসি তিনি খুব ভাল বোঝেন। টেলিভিশনে পরপর পাঁচদিন এত ভুল অবলীলাক্রমে কীভাবে বলে গেলেন তিনি?

কবিতা

দুর্যোগ
অনির্বাণ কর

পৃথিবী স্তব্ধ,
একই পাড়া বা পৃথিবীর দু'প্রান্তে দু'জন মানুষের মধ্যে
যোগাযোগ
বলতে ফোন আর ভার্চুয়াল দুনিয়া।
মানুষ প্রহর গুনছে কবে তার কাজ যাবে,
বেসরকারি হলে তো কথাই নেই,
সরকারি চাকুরিজীবিরাও খুব একটা শান্তিতে নেই।
বসে-বসে মাইনে কতদিন!
কতদিন-বা ঘরে-থেকে কাজ?
পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য কবে শুরু হবে, কেউ জানে না,
দিন আনা-দিন খাওয়া মানুষ করোনাভাইরাসে মরবে
কী,
পেটে দেওয়ার চিন্তাতেই শেষ
রসদ যে ফুরিয়ে আসছে
সরকারি-বেসরকারি সাহায্যে আর কতদিন!
তাও সেখানে মুখ চেনা-চিনি, 'আমরা ওরা'।

আগামী দিনে নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে যে ছিল বুঁদ,
তার চোখে এখন অন্ধকার।
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা জানে না
কতদিন ধরে লেখাপড়া চলবে অনলাইনে,
আর যাদের সে সুযোগ নেই...?
আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন—বিশ্বের সব
তাবড় তাবড় দেশ হিমশিম খাচ্ছে নিজেদের সামলাতে।
যারা কেরিয়ার গড়তে দেশের বাইরে চাকরি নিয়ে গেছিল,
তাদের বেশিরভাগেরই এখন ফেরার পালা।
তবে সবই সাময়িক
মানুষ করোনাকে জয় করবেই।

পরস্পর
অমৃতা চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন পর এলে!
হঠাৎ মনে পড়ল বুঝি
গাছ গুলোর টুপ টুপ ছবি
কে যেন এঁকে দিয়েছে,
চেহারায় বদল হয়েছে খানিক
হতে পারে বালি ঢুকছে
জলস্রোতের গভীর,
বেলা পড়ে আসছে ক্রমশঃ
তবুও ছুঁয়ে দিওনা বিকেল হয়ে যাবে,
কিছু লাল ফুল ফুটেছে এখনও,
আজও জানা হল না
কে ফোটায় এদের!
কত কি যে জানা হলো না
এ কি এখনো তুমি দাঁড়িয়ে?
বসো, এই তা মাদুর বিছানো
শরীর জুড়ে!

দুঃখ
সুভাষ হালদার

এই তো এলি
ফিরবি না ফিরবি না গানে।

আর কি ঝংকার দিলি বল
করুন কানে
আর কি ঝংকার বাজালি বল
বিষের বীণে?

যে সব বা শুনবে কে শুনবে কে
গঙ্গা ছাড়া চিতা ভস্ম তার
নেবে কে নেবে কে
নেবে কে বল!

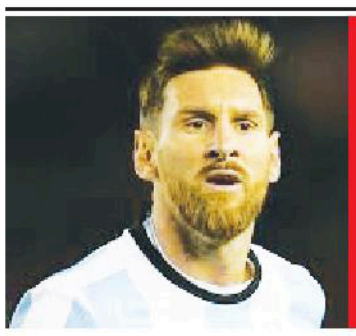

স্টেডিয়াম

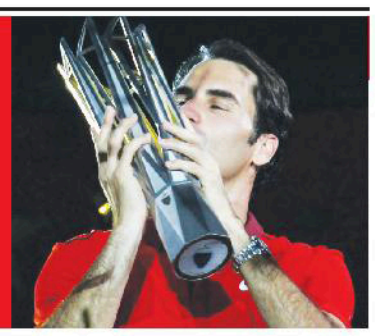

সরপ্রীতের উত্থান

নিজেকে তৈরি করছেন সরপ্রীত

অকল্যান্ড-বায়ার্ন মিউনিখে অভিষেকের মরশুমে বুন্দেশলিগা জয়ের পর তিনদিন পার হয়ে গেছে। এখন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন সরপ্রীত সিংহ। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে বায়ার্নের প্রথম দলে সুযোগ পাওয়া জার্মানীর প্রধান লিগ জয় পুরোটাই স্বপ্নের মতো তার কাছে। যে ক্লাবে অতীতের ফুটবল তারকারা খেলেছেন, এখন সেই ক্লাবে ২১ বছর বয়সী সরপ্রীত খেলছেন। এছাড়া প্রথম বুন্দেশলিগায় চাম্পিয়ন হওয়াটা জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। পঞ্জাবের মাহিলপুরের কাছে একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে সরপ্রীতের পরিবার নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে চলে গিয়েছিল অনেক বছর আগে।

বিয়ের কার্ডে করোনা বিধি

বিয়ের আসরে দুই তিরন্দাজি

রাঁচি-সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন। ব্যবহার করুন মাস্ক, স্যানিটাইজার দুই তিরন্দাজ অতনু দাস ও দীপিকা কুমারীর বিয়ের কার্ডে লেখা থাকছে এইসব বিধি। করোনাভাইরাসের মধ্যে দুই তারকা অ্যাথলিট বিয়ে সেরে নিচ্ছেন। ৩০ জুন রাঁচির মোরাবাদিতে বিয়ের রিসেপশন হল বিধি মেনেই।

শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

প্যারিস-রেকর্ড গড়ার দিনই রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিলেন সের্খিয়ো র‍্যামোস। ২১ জুন রিয়াল সোসিদাকে হারিয়ে বার্সেলোনাকে টপকে লিগ টেবিলে শীর্ষে যাওয়ার ম্যাচে ডিফেন্ডার হিসেবে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার নজির গড়লেন সের্খিয়ো র‍্যামোস। চোটের জন্য তাঁকে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে তুলে নিতে বাধ্য হন রিয়াল ম্যানেজার জিনেদিন জিদান। এদিন পেনাল্টিতে গোল করেন র‍্যামোস। জিদান বলেন, 'বিশ্বে অনেক ভাল ভাল ডিফেন্ডার রয়েছে, কিন্তু আমার মতে সেরা র‍্যামোস।'

দাবায় নজির

মস্কো- মহিলাদের স্পিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপে চমকে দিলেন ভারতের তরুণ গ্র্যান্ড মাস্টার আর বৈশালি। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বুলগেরিয়ার আন্দোনেতা স্টেফা নোভাকে হারিয়েছেন ৬-৫ ব্যবধানে। কোনেরু হাম্পি হেরেছেন।

ধোনির জন্মদিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি-আগামী ৭ জুলাই মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে গান তৈরি করেছেন ডোয়েন ব্রাভো। মাহির জন্মদিনেই প্রকাশিত হবে সেই গান '৭'। ধোনির খেলার স্টাইল ভীষণ পছন্দ করেন ব্রাভো। তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফলে জন্মদিনে একটা ভালো উপহার দেওয়া যেতেই পারে।

মহিলা প্রেসিডেন্ট

ইংল্যান্ড-ইতিহাস তৈরি করলেন ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লেয়ার কোনর। মেরিলেবন ক্রিকেট ক্লাবের ২৩৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কোনর। পরের বছর দায়িত্ব নেবেন।

স্টেশন থেকে অলিম্পিক

প্রতিযোগিতায় হাঁটছেন ভাবনা জাট

নিজস্ব প্রতিনিধি-খড়গপুর স্টেশনের টিকিট চেকার থেকে বিশ্বকাপজয়ী টিমের অধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। রাজস্থানের ঝাবরা গ্রামের মেয়ে ভাবনা জাঠও ধোনির পথের পথিক। হাওড়া রেল স্টেশনের বিভিন্ন ভোটে দাঁড়িয়ে গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে মেয়েটা টিকিট পরীক্ষা করতেন, সেই ভাবনা এখন দেশকে অলিম্পিক পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ফেব্রুয়ারিতে রাঁচিতে ওপেন অ্যাথলেটিক্স স্ট্রিটের ১১ কিলোমিটার হাঁটায় অলিম্পিকের টিকিট পান তিনি। সে সময় ভাবনা জাট করেছেন, তার থেকে এক মিনিট কমালে সোডিয়াম ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন তিনি জাতীয় শিবিরে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কোচের বক্তব্য, ভাবনার হাঁটার স্টাইল খুব ভালো এবং পুরস্কার পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে। অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেয়ে রেলের ডিউটিতে তাঁকে যোগ দিতে হয়নি। জোর গলায় বললেন, 'অলিম্পিক পিছনোয় প্রস্তুতির সময় বেড়েছে। আমি সেই সময়টাকে কাজে লাগাতে চাই।'

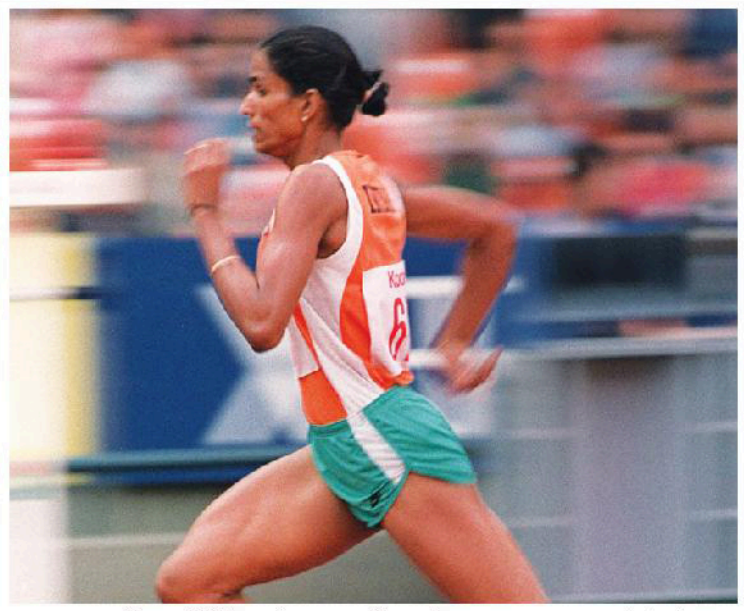

৫৬ বছরে পা দিলেন পি টি উষা। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে উষার পর আর নতুন কেউ উঠে আসে নি, যিনি তাঁর মতো সাফল্য এনে দিতে পারে ভারতকে। উষার বিশ্বাস, তাঁর অ্যাথেলেটিক্স স্কুল থেকে উঠে আসবে নতুন তারকা।

অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘোষণা মাফিক অনলাইনে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মারক সামগ্রী সদস্য-সমর্থকদের সংগ্রহের জন্য বাজারে ছাড়ল মোহনবাগান। পাওয়া যাবে অ্যামজনে। চ্যাম্পিয়নশিপ লোগো দেওয়া টি-শার্টের দাম ৬০০ টাকা, বাকি ভাগ ২০০ টাকা। ক্লাবের সমর্থক এবং দর্শকরা এই উপহার কেনার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তাদেরকে শান্ত করতেই ক্লাব তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করল। অফলাইনের বিক্রি নিয়ে ঘোষণা পরে করা হবে।

কাউন্টি আগস্টে

ইংল্যান্ড-আন্তর্জাতিক ফিরছে জুলাইয়ে। আগস্ট থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হবে ইংল্যান্ডে। ১ আগস্ট থেকে কাউন্টি ক্রিকেট শুরু করার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড

প্রয়াত ওয়াজির

করাচি-মারা গেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার খালিদ ওয়াজির। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। দেশের হয়ে মাত্র ২টি টেস্ট খেলেছিলেন সালিদ।

করোনা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ লোগো দেওয়া মাস্ক এবং স্যানি টাইজার-এর উদ্বোধন হল ক্লাব তাঁবুতে। ২৫ জুন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'অভিনব প্রয়াস।' কঠিন সময়ে ক্লাবের এই কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

যোগায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোগদল এবার ৪৪ তম সাব জুনিয়র অনলাইন জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় ৪২টি রাজ্যের মোট ২৬২ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছে। ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী বালক বিভাগে গ্রুপ 'ডি'-তে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে হিন্দমোটরের জ্যোতিষ্ক বাইন।

টুইটারে বিস্ফোরক শিখা

লড়াইটা জমিয়ে দিয়েছেন শিখা পান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি-পরপর সাতটি টুইটারে মহিলা ক্রিকেটে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন শিখা পান্ডে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে জনপ্রিয় মুখ শিখা। জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য মহিলা ক্রিকেটে নিয়ম বদল করার কথা বলা হচ্ছে। এতেই আপত্তি শিখার। তাঁর প্রতিবাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থরা। দেশের মহিলা ক্রিকেটে 'চলতা ফিরতা শিখাপিডিয়া' নামে সকলেই চেনে তাঁকে। ঝুলন গোস্বামী, রুমেলি ধর-রা সকলেই শিখাকে সমর্থন করেছে। ঝুলন গোস্বামী বলেছেন, 'জন্মলগ্ন থেকেই ক্রিকেটকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এখন ঠিক ১০ আসছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। অন্য কোনও খেলাকে এত নিয়েমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ : 8697144314/8777052022

কোভিড ১৯ নিয়ে প্রচার চলছে, চলবে

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

সচেতনতার প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে নিজস্ব চিত্র

মানুষকে কোভিড ১৯ নিয়ে সচেতন করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সচেতনতা প্রচার সভা নিজস্ব চিত্র

সচেতনতা প্রচারে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

প্রচারপত্র, মাস্ক, স্যানিটাইজার প্রদান এবং প্রচারে সংগঠনের সম্পাদক ও অন্যান্যরা নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষমীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.